প্রকৃতি কন্যা সিলেট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
জৈন্তাপুর, সিলেট
www. jaintiapur.sylhet.gov.bd

SYLHET
the daughter of nature

স্মারক নং ৩১.৪৬.৯১৫৩.০০০.৪১.০০৪.২৪- ২০

তারিখ: ০৫/০১/২০২৫ খ্রি.

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার ১৪৩২-১৪৩৪ বাংলা সনে ইজারাযোগ্য ২০.০০ (বিশ) একর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত

জলমহাল ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি:

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎসজীবি সমবায় সমিতি কর্তৃক অত্র উপজেলাধীন ২০ একর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে ১৪৩২-১৪৩৪ বঙ্গাব্দ মেয়াদে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত শর্তাধীনে আবেদন আহবান করা যাচ্ছে।

০২। জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নিম্নলিখিত তারিখে jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন করা যাবে। তাছাড়া জলমহালের আবেদন আহবান বিজ্ঞপ্তি www.jaintiapur.sylhet.gov.bd ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে।

উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক ২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনার সিডিউল:

ক্রমিক নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
০১	০১ মাঘ থেকে ০৫ মাঘ পর্যন্ত	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণ আবেদনে জলমহাল ইজারার আবেদন আহবান
০২	০৬ মাঘ থেকে ২৫ মাঘের মধ্যে	অনলাইনে ইজারার আবেদন দাখিল।
০৩	২৬ মাঘ থেকে পরবর্তী ৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল।
০৪	০৬ ফাল্গুনের মধ্যে	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই।
০৫	১৫ ফাল্গুনের মধ্যে	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন।
০৬	২৯ ফাল্গুনের মধ্যে	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন।
০৭	০৭ চৈত্রের মধ্যে	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারাগ্রহীতাকে অবহিত করণ।
০৮	২৩ চৈত্রের মধ্যে	ইজারাগ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারামূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারাগ্রহীতার সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদন।
০৯	১ বৈশাখ	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ১৪৩২ বাংলা হতে ১৪৩৪ বাংলা সনের জন্য ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা

ক্রমিক নং	জলমহালের নাম	মৌজার নাম ও জে,এল নং	এরিয়া (একর)	৫% বর্ধিত হারে সরকারি ইজারা মূল্য	সিডিউল মূল্য	মন্তব্য
০১	কুলিখাল	কেন্দ্রী - ১৩	১৩.৩৩	২৩৬১৬/	৫০০/-	
০২	মরকাংলা বিল	লক্ষীপুর ২য় খন্ড- ১২	১৩.৫৮	৬৮৯২/	৫০০/-	
০৩	মুরা বিল	দিগারাইল-৩৭	১৪.৬১	৫৭৮৯/	৫০০/-	
০৪	নাইদার বড় আকাঁ বাকাঁ	পূর্ব বালিপাড়া-৩১৪	১৪.২৪	১৭৩৭/	৫০০/-	
০৫	বড় আকাঁ বাকাঁ	পূর্ব বালিপাড়া-৩১৪	১০.৬৯	১২১৬/	৫০০/-	
০৬	খৈইয়া বিল (কাইয়া বিল)	বেদুরহাওর – ১০৬	২.৫৬	১২৭৬৪/	৫০০/-	
০৭	পুঙ্গা বিল	কেন্দ্রি -১৩	১৯.০৮	৩২৬৯৯/	৫০০/-	
০৮	ভেড়ি বিল	নয়াখেল-৩০	২.৭৭	৫৯৩০/	৫০০/-	
০৯	সিংগুরী বিল	ছুটারী সেনগ্রাম-১২৫	১.১৯	৭০৪১৭/	৫০০/-	
১০	ভাটেরকুড়ি	ফরফরা – ১০৯	৪.৪৯	২৪৩২/	৫০০/-	
১১	সিংকুড়ি (গুড়াচাপড়া)	খড়িকাপুঞ্জি-১০৮	৫.৮৩	২৪৩২/	৫০০/-	
১২	বড়বিল	ডেঙ্গাই হাওর-৩১৩	১.৬৬	১৩৩৮/	৫০০/-	

১৩	লুনিবিল মেধলবিল	ডেঙ্গাই হাওর-৩১৩	০.৮৫	২৪৩২/	৫০০/-	
১৪	নলকুড়ি	শিখার খাঁ – ৩২৭	২.১৩	২৪৩২/	৫০০/-	
১৫	ভাড়াডহর	পূর্ব বালিপাড়া-৩১৪	১৪.২৪	৬০৭৯/	৫০০/-	
১৬	মকাডুল বিল	মকাডুল বিল – ১২৮ ছোটকান্দি-১২৭	৯.৪০	৫১৬৭/	৫০০/-	
১৭	চাড়ুচড়া বিল	হেলিরাইকান্দি	৬.৫৯	৩৪৭৪/	৫০০/-	
১৮	১৪৩ মনিয়তের জান	বিরাইমারা হাওর-২২	৪.৮২	৪৭৫৩/	৫০০/-	
১৯	কাপনা বিল	উমনপুর হাওর-৩২৯	৭.৭০	১,৭১৫/-	৫০০/-	
২০	কনরাইল বিল	উত্তর হেলিরাইকান্দি- ১২৩	৯.৬০	৪৮৬৩/	৫০০/-	
২১	দিগারখাল ভাতুখাল	ধলেশরী – ৮৩	১২.১২	৬৩৮৩/	৫০০/-	
২২	গৌরীশংকর বিল	গৌরীশংকর–১৭	১৬.২০	৬৭০৩/	৫০০/-	
২৩	বড়দীঘি(দিঘীরপার)	মৌজা দিঘীরপার-১১১	১৬.১৪	১,১৫,৭৬৩/	৫০০/-	
২৪	তেলিখাল বিল	আগফৌদ-২৯	২.৫৩	৬,৯৪৬/-	৫০০/-	

ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের শর্তাবলী :

০১। ইজারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর থেকে অনলাইনে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবশ্যিকভাবে আবেদন দাখিল করতে হবে। অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টেড কপিসহ জামানতের মূল ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের কপি সীলগালাযুক্ত মুখবন্ধ খামে এ কার্যালয়ের দাখিল করতে হবে।

০২। অনলাইনে আবেদন সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট অথবা jm.lams.gov.bd ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

০৩। অনলাইনে আবেদন দাখিলের সময় সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর পরিশিষ্ট 'ক'-এ উল্লিখিত নির্ধারিত ফরম পূরণ করে আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদন ফি বাবদ জেলা প্রশাসক, সিলেট এর অনুকূলে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মূল কপি প্রিন্টেড কপির সাথে দাখিল করতে হবে।

০৪। জলমহালসমূহ কেবল নিবন্ধিত (সমবায়/সমাজসেবা অধিদপ্তর) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে ইজারা প্রদান করা হবে। কোন অবস্থাতেই ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না।

০৫। জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী সে সমিতি বিধি মোতাবেক অগ্রাধিকার পাবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতিত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

০৬। অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিলের সময় আবেদনের সাথে সমিতির রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও তারিখ, সমিতির সভার কার্যবিবরণী, বিগত ০২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট (তবে নতুন সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে), টিআইএন নম্বর (যদি থাকে), প্রকৃত মৎসজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানা ছবিসহ সংযুক্ত করতে হবে।

০৭। আবেদনপত্রে সদস্যদের নামের তালিকা (ছবি/ঠিকানাসহ) যাচাই বাছাইয়ের ভিত্তিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী হিসেবে প্রমাণিত হতে হবে; উপজেলা/সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত হালনাগাদ মৎস্যজীবী প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে যুক্ত করতে হবে।

০৮। আবেদনকারী সংগঠন/সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্তের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

০৯। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক সলভেন্সী প্রত্যয়ন পত্র (ব্যাংক রূলস অনুসারে), সমিতির নিকট সরকারি পাওনা নেই মর্মে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়ন পত্র যুক্ত করতে হবে। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/ উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা যুক্ত করতে হবে।

১০। স্থানীয় প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠনগুলোর মধ্যে যে জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী প্রকৃত মৎসজীবী সংগঠন/সমিতি পাওয়া না যায়, সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী মৎসজীবী সংগঠন/সমিতিকে জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

১১। প্রতিটি জলমহালের বিগত ০৩ (তিন) বছরের ইজারামূল্যের গড় মূল্যের উপর ৫% বর্ধিত হারে সরকারি ইজারামূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, উক্ত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে সরকারি কোন জলমহাল ইজারা প্রদান করা হবে না।

১২। বৎসরের যেকোন সময় জলমহালের ইজারা কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও ইজারার মেয়াদ পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি কোন কারণে খাস কালেকশন করা হয়ে থাকে তবে তা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হবে। ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি উক্ত অর্থ প্রাপ্য হবেন না।

১৩। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহিতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারাগ্রহিতার কোন প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। ইজারার মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা হবে না।

১৪। মৎসজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উক্ত সংগঠন/সমিতি জঙ্গিবাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকলে এবং ইজারামূল্য পরিশোধে খেলাপি হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে কোন মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

১৫। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিটি জলমহালের নির্ধারিত ইজারামূল্যের ২০% অর্থ ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার আকারে যেকোন তফসিলী ব্যাংক হতে জেলা প্রশাসক, সিলেট এর অনুকূলে জামানত হিসেবে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে তা সমন্বয় করা হবে।

১৬। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর যাবতীয় শর্ত বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট জলমহালের জন্য উপযুক্ত সংগঠন/সমিতির নামে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইজারা প্রদান করা হবে।

১৭। কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন ০২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

১৮। সময়মত ইজারামূল্য পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য কোন অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের ইজারা বাতিল করা হলে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯। ইজারাগ্রহিতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে ইজারাকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি তা করা হয় তা হলে উক্ত ইজারা বাতিল করা হবে এবং জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। উক্ত ইজারাগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

২০। ইজারা প্রদত্ত জলমহালগুলোর ইজারা চুক্তির কোন শর্ত লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সে জন্য বিদ্যমান মৎস্য আইনের আওতায় যাচাই বাছাই করে জলমহাল ইজারা চুক্তি ভঙ্গের প্রমাণ পাওয়া গেলে ইজারাপ্রাপ্ত সমিতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২১। বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পত্র প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে প্রথম বৎসরের সাকুল্য ইজারামূল্য জলমহাল ও পুকুর ইজারা সংক্রান্ত ১-৪৬৩১-০০০০-১২৬১ নম্বর কোডে জমা প্রদান করতে হবে। পাশাপাশি ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়করসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অন্যান্য সরকারি পাওনা পরিশোধ করতে হবে। যাবতীয় সরকারি পাওনা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

২২। ইজারা/বন্দোবস্তকৃত জলমহালের কোথাও প্রবাহমান প্রাকৃতিক পানি আটকে রাখা যাবে না। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবণভূমি প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয় তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণ অধিকার কেবল ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২৩। যে সকল জলাশয়সমূহ থেকে (নদী, হাওর, খাল) জমিতে সেচ প্রদানের সুযোগ রয়েছে সেখান থেকে সেচ মৌসুমে সেচ প্রদান বিঘ্নিত করা যাবে না। যে সকল বদ্ধ জলমহাল বন্দোবস্ত/ইজারা দেয়া হবে সেখান থেকে মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পর্যায়ে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে। এ ব্যাপারে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২৪। ইজারাকৃত জলমহালে কেহ অতিথি পাখিসহ কোন পাখি শিকার করতে পারবে না। সরকারি জলমহালের পাড়ে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইজারা/বন্দোবস্তপ্রাপ্ত সমিতি চুক্তিবদ্ধ থাকবেন।

২৫। জলমহালসমূহ যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ফলে ইজারা আবেদন দাখিলের পূর্বেই জলমহাল সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

২৬। প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবেনা। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

২৭। ইজারাকৃত জলমহালে কোন রাক্ষুসে মাছ চাষ করা যাবে না। ইজারাগ্রহিতা সরকারি জলমহালে বিষ প্রয়োগ করে কিংবা নিষিদ্ধ ঘোষিত জাল দ্বারা বা মৎস্য আইনে নিষিদ্ধ অন্য কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। তাছাড়া ইজারাপ্রাপ্ত সমিতি কর্তৃক মা মাছ শিকার করা যাবে না।

২৮। জলমহালের তীরবর্তী সরকারি ভূমিতে পরিবেশ বান্ধব করচ গাছ বা তদ্রূপ অন্য কোন বৃক্ষ লাগাতে হবে। যা মাছ চাষের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে সহায়ক হবে।

২৯। বর্তমানে প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন- কানুন ইজারা/বন্দোবস্ত গ্রহিতা মানতে বাধ্য থাকবেন।

৩০। জলমহালে মৎস্য সম্পদ পরিচর্যামূলক ক্ষেত্র ভিত্তিক গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মৎস্য বিজ্ঞানীদের অবাধ বিচরণ, তথ্য সংগ্রহ ও নিজ খরচায় মৎস্য আহরণ, পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিকার থাকবে।

৩১। কোন জলমহাল ইজারা প্রদান হয়ে থাকলে বা ইজারা কার্যক্রম গ্রহণের কোন পর্যায়ে কোন মামলার উদ্ভব হলে বিজ্ঞ/মাননীয় আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা/স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ জারি করা হলে ইজারাকৃতমূল্য ফেরত প্রদান করা হবে না বা কোন আপত্তি গ্রহণেযাগ্য হবে না। এক্ষেত্রে আদালতের আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩২। জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনকারী সংক্ষুব্ধ সমিতি যদি জামানত ফেরত না নিয়ে থাকেন তবে উক্ত সিদ্ধান্তের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার এর নিকট আপিল দায়ের করতে পারবেন। বিভাগীয় কমিশনারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ সমিতি ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ভূমি আপীল বোর্ডে আপিল দায়ের করতে পারবেন।

৩৩। যে সকল জলমহালের উপর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের/মন্ত্রণালয়ের স্থগিতাদেশ/সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় অথবা কোন আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থার আদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে ঐ সকল জলমহালের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা/ নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এতদব্যতিত কোন জলমহালের উপর বা জলমহালের কোন দাগের উপর বিজ্ঞ/মাননীয় আদালতের স্থগিতাদেশ/স্থিতাবস্থা। নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকলে তা উল্লেখ করা হলেও ইজারা বহির্ভূত থাকবে।

৩৪। মামলাজনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্য কোন আইনসঙ্গত কারণে জলমহালসমূহ সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না। দখল প্রদানের সময়কাল পহেলা বৈশাখ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ হতে কার্যকর হবে।

৩৫। ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য ইজারাকৃত জলমহালের ইজারা মেয়াদের মধ্যে জলমহালটি সরকার বরাবরে সমর্পণ/প্রত্যর্পন করা যাবে না।

৩৬। সর্বাবস্থায় সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯, ভূমি মন্ত্রণালয় হতে জারিকৃত পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করে জলমহালসমূহ ইজারা/বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে।

৩৭। যেকোন আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির/কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

০৫/০১/২০২৫

(উম্মে সালিক রুমাইয়া)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
জৈন্তাপুর, সিলেট
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
Email-unojaintapursylhet@gmail.com

স্মারক নং ৩১.৪৬.৯১৫৩.০০০.৪১.০০৪.২৪- ২০ তারিখ: ০৫/০১/২০২৫ খ্রি.

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে-

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট।

৪। জেলা প্রশাসক, সিলেট

৫। প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ ও ২নং উপদেষ্টা, উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি, জৈন্তাপুর, সিলেট

৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জৈন্তাপুর, সিলেট।

৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), জৈন্তাপুর, সিলেট।

৮। উপজেলা তথ্য অফিসার, জৈন্তাপুর, সিলেট।

৯। উপজেলা কর্মকর্তা.., জৈন্তাপুর, সিলেট

১০। উপজেলা মৎস্য/ সমাজ সেবা/সমবায় কর্মকর্তা, জৈন্তাপুর, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি সকল মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লি: কে অবহিত করতে অনুরোধ করা হলো)

১১। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, জৈন্তাপুর, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধসহ)।

১২। আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, মীরের ময়দান, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় সংবাদ বুলেটিন প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো)

১৩। সম্পাদক, সিলেটের ডাক। এসাথে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভেতরের পাতায় সীমিত পরিসরে

(Single Space) কেবলমাত্র ০১ (এক) দিনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১৪। চেয়ারম্যান...................................(সকল) ইউপি, জৈন্তাপুর, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)

১৫। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, জৈন্তাপুর, সিলেট (বিজ্ঞপ্তিটি ঢোল সহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)

১৬। নোটিশ বোর্ড।

১৭। অফিস নথি/মাস্টার নথি।

০৫/০১/২৫

(ফারজানা আক্তার লাবনী)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
জৈন্তাপুর, সিলেট।
Email: acljaintapur@gmail.com
ফোন: ০৮২২৯-৫৬০৫২